মেহেরপুরে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিবের ৯৩তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯৩ তম জন্মবার্ষিক উপলক্ষে মেহেরপুরে আলোচনা সভা ও সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এবং জাতীয় মহিলা সংস্থার উদ্যোগে মঙ্গলবার (৮ আগষ্ট) সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ আলোচনা সভা ও সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়।

জেলা প্রশাসক মো: শামীম হাসানের সভাপতিত্বে সেলাই মেশিন বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক নীলা হাফিয়া।

এছাড়াও এসময় সিভিল সার্জন ডাঃ জওয়াহেরুল আনাম সিদ্দিক, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এ্যাডঃ আব্দুস সালাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) আব্দুল কাদির মিয়া,অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কামরুল আহসান, জেলা আনসার কমান্ডেন্ট সাহাদাত হোসেন, জেলা শিক্ষা অফিসার আব্বাস উদ্দীন, মেহেরপুর জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপরিচালক কাজী কাদের মোঃ ফজলে রাব্বি, জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান শামিম আরা হীরা, পৌর কাউন্সিলর রোকসান কামাল রুনু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব এর ৯৩ তম জন্মবার্ষিক উপলক্ষে ২৫ জন দুস্থ মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৩

আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরে পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়ামিত অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ও নিয়মিত মামলার ৩ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

গতকাল সোমবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে গাংনী, সদর ও মুজিবনগর থানা পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এই তিন আসামি গ্রেফতার করেন।

সদর থানা পুলিশের অভিযানে ১, গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে ১ ও মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে ১ জন আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

সদর থানার ওসি সাইফুল ইসলাম, গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক ও মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেল এই গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের আজ মঙ্গলবার (৮ আগষ্ট) দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে হেফজখানার খাদেম হত্যা মামলায় ২ জনের যাবজ্জীবন

গাংনী উপজেলার সাহেবনগর গ্রামের হেফজখানার খাদেম ছৈরুদ্দিন হত্যা মামলায় ২ জনের যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড, প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা করে জরিমানা ও অনাদায়ে আরো ১ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছে আদালত।

দন্ডপ্রাপ্তরা হলেন, গাংনী উপজেলার সাহেবনগর গ্রামের দক্ষিণপাড়ার আলী হোসেনের ছেলে ইমদাদুল হক ইন্দা ও একই গ্রামের শুকুর আলী ছেলে মো: খোকন আলী।

আজ মঙ্গলবার (৮ আগষ্ট) দুপুরে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মোঃ শহিদুল্লাহ্ এই রায় দেন।

মামলার বিবরণ জানা গেছে, ২০২০ সালের ২ সেপ্টেম্বর গাংনী উপজেলার সাহেবনগর গ্রামের ছৈরুদ্দিন সাহেবনগর কবরস্থান সংলগ্ন হেফজখানা কমিটির খাদেম ছিলেন। ঘটনার দিন সকাল ৯ টার দিকে হেফজখানায় দান করা ৩ ছাগলের জন্য কাঁঠালের পাতা কাটতে যান। ঐদিন সকাল ৯ টা ১০ মিনিটের দিকে ছৈরুদ্দিন সাহেবনগর গ্রামের মিন্টু মিয়ার মেহগনি বাগানের কাছে পৌঁছানোর পর জঙ্গলের মধ্যে পাতা কাটতে ঢোকেন। এসময় সেখানে ওৎ পেতে থাকা ইমদাদুল হক ইন্দা ও মো: খোকন আলী তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে ফেলে রেখে চলে যায়।

এ ঘটনায় নিহত ছৈরুদ্দিনের ছেলে আখের আলী বাদী হয়ে গাংনী থানায় ৩০২/৩৪ ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন। গাংনী থানার মামলা নং ০২, তারিখ ০৩/০৯/২০২০ ইং, জি আর মামলা নং ২০৬/২০২০। সেশন মামলা নং ৩২০/২০২১।

প্রথমে মামলাটির তদন্ত ভার পড়ে গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সাজেদুর রহমান। পরে মামলাটি কুষ্টিয়ার পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পি বি আই)’র এসআই শরিফুল ইসলাম মামলার প্রাথমিক তদন্ত শেষে ২০২১ সালের ৯ সেপ্টেম্বর ইমদাদুল হক ইন্দা ও খোকন আলিকে আসামি করে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন। মামলায় মোট ২৩ জন সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করেন।

এতে আসামী ইমদাদুল হক ইন্দা ও মো: খোকন আলী দোষী প্রমাণিত হওয়ায় বিজ্ঞ বিচারক তাদের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধের অভিযোগ সন্দেহতীতভাবে প্রমানিত হওয়ায় তাদের ২ জনকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড, ২০ হাজার টাকা করে জরিমানা ও অনাদায়ে আরো ১ বছরের কারাদণ্ড প্রদান করেন।

মামলা রাষ্ট্রপক্ষে পাবলিক প্রসিডিউটর অ্যাডভোকেট পল্লব ভট্টাচার্য এবং আসামীর পক্ষে অ্যাডভোকেট আতাউল হক ও অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান কৌশলী ছিলেন।

মেহেরপুরে হারানো ৩৯ ফোন উদ্ধার করে দিল পুলিশ

হারানো ৩৯টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিয়েছে পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ইউনিট। সেইসঙ্গে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ভুল নম্বরে চলে যাওয়া ৬০ হাজার টাকা উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের কাছে হস্থান্তর করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (৮ আগষ্ট) বেলা ১২ টায় মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কনফারেন্স রুমে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রকৃত মালিকদের কাছে মোবাইল ফোন ও টাকা হস্থান্তর করেন পুলিশ সুপার মো: রাফিউল আলম।

তিনি জানান, ১ জুলাই থেকে ৩০ জুলাই পর্যন্ত মেহেরপুরের বিভিন্ন স্থান থেকে হারিয়ে যাওয়া বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ৩৯টি মোবাইল ফোন ও মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ভুল নম্বরে চলে যাওয়া ৬০ হাজার টাকা উদ্বার করেছে সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ইউনিট। সেগুলো প্রকৃত মালিকদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

উদ্ধারকৃত টাকা ও মোবাইল ফোনের মধ্যে সদর থানা ১৩ টি, গাংনী থানা ১৫ টি ও মুজিবনগর থানায় ১১ টি ফোন ও টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।

এ সময় সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টেগেশন ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল আলমসহ পুলিশের অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

তরুনদের কাছে জনপ্রিয় প্রার্থী ইমন

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে মেহেরপুর-১ (সদর-

মুজিবনগর) আসন থেকে বিভিন্ন দলের সম্ভাব্য প্রার্থীরা বিভিন্নভাবে জানান দিয়ে ইতোমধ্যে নির্বাচনী মাঠে নামার প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছেন।

তবে বিভিন্ন মহল থেকে পাওয়া তথ্যে জানা গেছে, সংসদ সদস্য নির্বাচনে মেহেরপুর-১ আসনের জন্য আওয়ামী লীগে থাকতে পারে নতুন চমক। এমন দাবি ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠছে স্থানীয় নেতাকর্মীর মাঝে। তবে বৃহৎ দু’দলের ভোটের সমীকরণ যাই হোক না কেন, নতুন প্রার্থীদের আগমনী বার্তায় কিছুটা বিমর্ষ পুরাতন প্রার্থীরা।

মেহেরপুর-১ আসনে বিগত রাজনৈতিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ১৯৭৯ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত বিভিন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি থেকেই সংসদ সদস্যরা নির্বাচিত হয়ে আসছেন।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল এখন চরম পর্যায় পৌঁছেছে। সম্প্রতি জেলা আওয়ামী লীগের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা হয়েছে। এর পর থেকে জেলা আওয়ামী লীগের কোন্দলের মাত্রা আরও এক ধাপ এগিয়ে যায়। আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠনগুলোর মধ্যেও বিবাদ এখন তুঙ্গে।

জেলা আওয়ামীলীগ এখন দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এদের মধ্যে জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম শাহীন এবং সদর উপজেলা কমিটির সভাপতি বোরহান উদ্দীন আহমেদ চুন্নু, সাধারণ সম্পাদক মোমিন উদ্দীন রয়েছে জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও জন প্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের গ্রপে। বাকী সকল নেতা কর্মী এক ছাদের নিচে।

তবে, মাঠে বেশ মজবুতভাবেই সক্রিয় রয়েছেন বর্তমান জেলা আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানবসম্পদ বিষয়ক সম্পাদক ও বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রনেতা এমএএস ইমন। ইতোমধ্যে এমএএস ইমন ও তার কর্মীরা মাঠ চষে বেড়াচ্ছেন। আওয়ামী লীগের উন্নয়ন চিত্র ঘরে ঘরে পৌছে দিচ্ছেন। বর্তমানে মেহেরপুর-১ আসনের তৃণমুলের নেতা কর্মীর কাছে সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন এমএএস ইমন। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ মেহেরপুরের স্থলবন্দর বাস্তবায়ন আন্দোলন ফোরামের মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। যা,সাধারণ জনগনের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা বহুগুনে বাড়িয়ে দিয়েছে।

এছাড়া তিনি রুপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস পেট্রোবাংলার পরিচালক ছিলেন। বর্তমানে তিনি স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম এতিমখানার

কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি হিসিবে দায়িত্ব পালন করছেন। বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় উপকমিটির সাবেক সহ সম্পাদক ছিলেন, বর্তমানে কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রকাশনা উপকমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

মেহেরপুর-১ আসন (সদর মুজিবনগর) থেকে সরকার সমর্থিত বেশ ক’জন মনোনয়ন প্রত্যাশীও রয়েছেন সরবে। এদের মধ্যে দু’একজন প্রার্থী ঈদ-কোরবানি উপলক্ষ্য করে এলাকাবাসীকে ঈদ শুভেচ্ছা জানিয়ে সেঁটে দিয়েছেন রঙ্গিন পোস্টার। তবে, এ আসনে আওয়ামী লীগের পুরনো প্রার্থীর চেয়ে নবাগত প্রার্থীদের বেশ দাপটও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ আসনের এমপি ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন নৌকার টিকিট লাভে প্রত্যাশী বলে জানা গেছে।

মনোনয়ন প্রত্যাশীর তালিকায় আরও রয়েছেন জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী, সাবেক এমপি প্রফেসর আব্দুল মান্নান, সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, জেলা আওয়ামীলীগের সহসভাপতি আব্দুল মান্নান, সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক আসলাম শিহির। তাদের সাংগঠনিক কর্মতৎপরতা লক্ষ করা যাচ্ছে।

স্থানীয় আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক শরীফ রেজা পান্না বলেন, মেহেরপুরে রাজনৈতিক অঙ্গনে ব্যক্তি ইমেজ ও নির্বাচনী মাঠে এমএএস ইমনের কোনো বিকল্প নেই। মেহেরপুরে নতুন করে কাউকে ভাবলে এবং নৌকার বিজয় ছিনিয়ে আনতে অপ্রতিরোধ্য হিসেবে ইমনকেই ভাবছেন সাধারণ জনগন। ইমনের মাঠ পর্যায়ে রয়েছে বিরাট কর্মী বাহিনী। তৃনমূলে রয়েছে তার অসংখ্য ত্যাগী নেতাকর্মী। যাদেরকে নিয়ে তিনি বলীয়ান। এই নেতা মনে করেন দল তাকে মনোনয়ন দিলে দলীয় সকল গ্রুপিংয়ের অবসান ঘটাতে সক্ষম হবেন এবং নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নৌকার বিজয় ছিনিয়ে আনতে পারবেন।

মেহেরপুর শহর আওয়ামী লীগের সদস্য বেলাল হোসেন বলেন, মেহেরপুর সদর আসনের আওয়ামী লীগের সাধারণ ভোটারদের কাছে ইমন ছাড়া কোনো কথা নেই। সামনের নির্বাচনে বিএনপি মাঠে থাকলে মেহেরপুরের আসনে বিএনপির সাথে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে বিজয় ছিনিয়ে আনতে হলে ইমনকেই মনোনয়ন দিতে হবে। তিনি বলেন, বর্তমান সংসদ সদস্য জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীকে মনোনয়ন দিলে মাসুদ অরুনের কাছে তিনি টিকবেন না। তাই তার সাথে ভোটযুদ্ধে ইমনের কোনো বিকল্প নেই। বর্তমানে আওয়ামী লীগের মধ্যে মত পার্থক্য আর বিভক্তি কাটিয়ে উঠতে হলে নতৃনত্ব আনতেই হবে।

পৌর আওয়ামী লীগের সদস্য এএসএম ফরিদ উদ্দীন বলেন, জেলা আওয়ামীলীগের বর্তমান সভাপতি ও এমপি ফরহাদ হোসেনের সাথে জেলা উপজেলা, ইউনিয়ন ও তৃণমুলের কোনো নেতা কর্মীর সাথে যোগযোগ নেই। তার নিজের আত্মীয় স্বজনদের নিয়েই ব্যাস্ত সময় পার করে। তার সময়ে দলীয় কোন্দলে জর্জরিত জেলা আওয়ামীলীগ। সামনের নির্বাচনে বিএনপি এলে মেহেরপুর-১ আসনটি মাসুদ অরুনের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে হলে ইমনের কোনো বিকল্প নেই। মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগরের মানুষের সাথে এমএএস ইমনের দৈনন্দিন যোগাযোগ হয়। যার ফলে তৃণমুল মানুষের কাছে ইমন একটি আবেগের স্থানে রয়েছে। বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ থেকে এমএএস ইমন মনোনয়ন পেলে সাধারণ ভোটারদের একটি বিরাট অংশ ভোট ইমন পাবে বলে আমার বিশ্বাস।

মেহেরপুর-১ আসনের আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী এমএএস ইমন বলেন, নতুনত্ব ও যুগ উপযোগী পরিবর্তনের অঙ্গিকার নিয়ে আমি মেহেরপুর জেলাকে গড়ে তুলতে চাই। নতুন প্রজন্মকে মমত্ববোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ নৈতিকতা ও সত্যিকারের মানবিক মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবো। বাংলাদেশের অস্থায়ী রাজধানী মেহেরপুরকে দেশের দ্বিতীয় স্থায়ী রাজধানী হিসেবে বাস্তবায়নের চেষ্টা করা। মুজিবনগরে বছরে অন্তত একটি সংসদ অধিবেশনের ব্যবস্থা করা, বেকারত্বের হার দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় জেলাতে ব্যাপক কর্মসংস্থানের উদ্যোগ নেওয়া। তিনি বলেন, অবিলম্বে একটি আন্তর্জাতিক মানের পূর্ণাঙ্গ স্থলবন্দর প্রতিষ্ঠা করা, সরকারি উদ্যোগে জেলাতে একটি কৃষি ভিত্তিক কলকারখানা স্থাপনের ব্যবস্থা করা, মেহেরপুরের বিসিককে আধুনিকায়ন ও গণমুখী করা। মেহেরপুরে একটি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা।

শিক্ষার উন্নয়ন নিয়ে এম এ এস ইমন বলেন, মান সম্পন্ন কারিগরী ও প্রফেশনাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠাণ গড়ে তোলা, মেহেরপুরে পর্যটন শিল্পের বিকাশে একটি সুদুরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করা এবং মেহেরপুর কৃষি প্রধান জেলা হওয়ায় জেলাতে একটি আন্তর্জাতিক মানের কৃষি গবেষণাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে কৃষি উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

মেহেরপুর জেলা হরিজন সম্প্রদায়ের কমিটি গঠন

বাংলাদেশ হরিজন মানব অধিকার ফাউন্ডেশন মেহেরপুর জেলার হরিজন সম্প্রদায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে।

সোমবার সন্ধ্যার সময় মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টারে মেহেরপুর জেলার হরিজন সম্প্রদায়ের কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানের সভাপতি বিপ্লব বাশফোড়ের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান রিটন।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ হরিজন মানবাধিকার ফাউন্ডেশন চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সভাপতি শ্রী দয়াল সদ্দার, মেহেরপুর পৌরসভা ২ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সদর থানা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আল মামুন, মনোরঞ্জন মজুমদার, আশিক কুমার সিংহ, মিঠু বাশফোড়, পার্থ বাশফোড় সহ মেহেরপুর জেলার হরিজন সম্প্রদায়ের লোকজন উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে মাঠের পানি নিস্কাশনে সুফল দেবে মুন্দা খালে নির্মিত বক্স কালভার্ট

আশে পাশের কয়েকটি গ্রামের মাঠের পানি নিস্কাশনের দুঃখ ঘোচাবে গাংনী উপজেলার মুন্দা খালের উপর নির্মিত বক্স কালভার্টটি। বক্র কালভার্টটি নির্মিত হলে সুফল বয়ে আনবে এলাকার মানুষের।

এদিকে কাজের গুনগত মান ভাল দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন, বিএডিসির দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী প্রকৌশলী শাহরিয়ার আহাম্মেদ।
বিএডিসির উপ সহকারী প্রকৌশলী আশরাফুল ইসলাম বলেন, সিডিউল

মোতাবেক সঠিক ভাবে কাজ করিয়ে নিতে সার্বক্ষনিক তদারকি করা হয়।

জানা গেছে, মুজিবনগর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতাধীন প্রায় ২২ লাখ টাকা ব্যয়ে মুন্দা খালের উপর বক্স কালভার্টটি নির্মান করছেন মের্সাস বিশ্বাস ট্রেডিং ঠিকাদার মোঃ মামুন রশিদ।

সরেজমিন পরিদর্শনে জানা গেছে, মুন্দা গ্রামের পশ্চিম পাশ দিয়ে মাঠ থেকে খালটি প্রবেশ করে সেউটিয়া খালে গিয়ে মিশেছে। যা এই মাঠের পানি নিষ্কাসনের জন্য অতীব প্রয়োজনী একটি খাল। বামন্দীর দিক থেকে মুন্দা গ্রামের প্রবেশের কাছাকাছি এই খালের উপরে নির্মান হচ্ছে একটি বক্স কালভার্ট।

ইতোমধ্যে কালভার্টের ঢালাই কাজ শেষ হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি ক্ষুদ্র সেচের গাংনী অফিসের উপ সহকারি প্রকৌশলী আশরাফুল ইসলাম ও মেহেরপুর বিএডিসির সহকারী প্রকৌশলী মোঃ শাহরিয়ার আহাম্মদ। ঢালাইয়ে কাজে ব্যবহার করা হয়েছে সিডিউল অনুযায়ী রড সিমেন্টসহ অন্যান্য উপকরণ।

কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাইলে বিএডিসি ক্ষুদ্র সেচের গাংনী অফিসের উপ সহকারি প্রকৌশলী আশরাফুল ইসলাম ও মেহেরপুর বিএডিসির সহকারী প্রকৌশলী মোঃ শাহরিয়ার আহাম্মদ বলেন, সিডিউল মোতাবেক কাজ করা হচ্ছে। তবে তিনি বলেন, আগে যে মালামাল গুলো এসেছিলো সেগুলোর মধ্যে কিছু নিম্নমানের উপকরণ থাকায় সেগুলো ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুনরায় মালের গুনগত মান বিবেচনা করে নতুন করে কাজ শুরু করা হয়েছে। সিডিউল মত সঠিক ভাবে কাজ করা হচ্ছে।

মেহেরপুর জেলা রোভারের ডে ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস মেহেরপুর জেলা রোভার উদ্যোগে ডে ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রবিবার দুপুরে মেহেরপুর সরকারি কলেজ শিক্ষক মিলনায়তনে রোভার স্কাউটস সদস্যদের অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে দিনব্যাপী এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

রোভার পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জেলা রোভারের কমিশনার ও মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর রফিকুল ইসলাম।

জেলা রোভারের কোষাধ্যক্ষ রফিকুল আলম বকুলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান ও শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক সহযোগি অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আল আমিন ধুমকেতু, মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হাসানুজ্জামান ডাবলু, রোভার লিডার প্রতিনিধি ও সাবেক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন, সহকারী কমিশনার জাহির হোসেন চঞ্চল প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা রোভারের সম্পাদক ফররুখ আহমদ উজ্জ্বল।

অনুষ্ঠানে রোভার লিডার মনোয়ার হোসেনসহ বিভিন্ন ইউনিটের আরএসএল, সিনিয়র রোভার মেট বাদশা খান, খুলনা বিভাগীয় সিনিয়র রোভার মেট প্রতিনিধি সাব্বির হোসেন জয় ,রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র রোভার মেট ইন্দ্রজিত চন্দ্র, সিনিয়র রোভার মেট অনিক হাসান ও সিনিয়র রোভার মেট নাফিউল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রোভার সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। জেলা রোভারের সম্পাদক ফররুখ আহমদ উজ্জ্বল রোভার সদস্যদের করণীয় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি প্রফেসর রফিকুল ইসলাম রোভার সদস্যদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দিক নির্দেশনামুলক ও তাদের উজ্জীবিত করতে বক্তব্য রাখেন। তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২০৪১ সালের স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে রোভার সদস্যদের যোগ্য ও স্মাট হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার আহবান জানান।

তিনি বলেন, তোমরা এই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্য হিসেবে দেশ গড়ার কাজে নিবেদিত প্রাণ কর্মী হিসেবে কাজ করবে এবং মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করবে। একজন আদর্শ নাগরিক হিসেবে তোমাদের দায়িত্ব নিয়ে দেশের কল্যাণে কাজ করতে হবে।

অনুষ্ঠানে শেষে প্রতিভা অন্বেষণ প্রতিযোগিতায় জাতীয় পর্যায়ে ভাষা উপস্থাপনায় সারাদেশের মধ্যে দ্বিতীয় হওয়ায় সিনিয়র রোভার মেট বাদশা খান কে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। এছাড়া ১২ জন জেলা রোভারের কর্মকর্তা ও ৩৮ জন রোভার সদস্যকে সম্মাননা

ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

মুজিবনগরে বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ-২০২৩ উদযাপন

মুজিবনগর বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ উদযাপন করা হয়েছে। গতকাল রবিবার দুপুরে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হল রুম গুড নেইবারস বাংলাদেশ ও মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সম্মেলিতভাবে বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ উপলক্ষে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে।

আলোচনা সভায় গুড নেইবারস বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি ম্যানেজার বিভব দেওয়ানের সভাপতিত্বে, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা: তৌফিক আহমেদ।

গুডনেইবারর্স এর হেলথ অফিসার আহসানুল হক এর সঞ্চালনায় সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ডা: আহসান হাবিব, ডা: মেহেদী হাসান।

সভায় বক্তারা বলেন,কর্মজীবি মা’দের জন্য কর্মস্থলে মাতৃদুগ্ধ কর্নার খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এবং মাতৃদুগ্ধ শুধু শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য না, বরং মা ও পরিবেশের জন্যও উপকারি।

এছাড়া বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ উদযাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অত্র হসপিটালের সকল বিভাগের চিকিৎসকবৃন্দ এবং কমিউনিটি হেল্প ওয়ার্কার, নার্স, মিডওয়াইফ নার্স ও হাসপাতালের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ১০ জন গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ১০ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে সদর থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর ও সিআর মামলায় ৮ জন ও গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলার ২ আসামি রয়েছে।

গতকাল রবিবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে আজ সোমবার (৭ আগষ্ট) ভোররাত পর্যন্ত দুটি উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম ও গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আজ সোমবার (৭ আগষ্ট) বেলা ১১ টার দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।